তাভিরেব—নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ় যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃস্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধা ইতি। বিস্পষ্টশ্চায়মর্থঃ। যদ্ ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রয়াসবাহুল্যেন মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যস্য স্মরণাৎ তদুপাসনাং বিনৈব যযুঃ। তথা স্ত্রিয়ঃ শ্রীগোপসুন্দর্য্যস্তে তব শ্রীনন্দনন্দনরূপস্য উরগেন্দ্রদেহতুল্যৌ যৌ ভুজদণ্ডৌ তত্র বিষক্তধিয়ঃ সত্যস্তবৈবাঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ তদীয় স্পর্শবিশেষজাতপ্রেমমাধুর্য্যানি যযুঃ। বয়ং শ্রুতয়োঽপি সমদৃশস্তত্তুল্যভাবাঃ সত্যঃ সমাস্তাদৃশগোপিকাত্বপ্রাপ্ত্যা তৎসাম্যমাপ্তাস্তা এবাঙ্ঘ্রিসরোজসুধা যয়িম ইত্যর্থঃ। অর্থবশাদ্বিভক্তিপরিণামঃ। অজ্ঘ্রীতি সাদরোক্তিঃ। অত্র তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাদিত্যনেন ভাবমার্গস্য ঝটিত্যর্থসাধনত্বং দর্শিতম্। সমদৃশ ইত্যনেন রাগানুগায়া এব তত্র সাধকতমত্বং ব্যঞ্জিতম্। অন্যথা সর্ব্বসাধনসাধ্যবিদুষ্যঃ শ্রুতয়োঽন্যথৈব প্রবর্ত্তেরন্। তথা স্মরণপরযুগদ্বয়েঽস্মিন্ স্বস্বযুগে প্রথমস্য মুখ্যত্বং দ্বিতীয়স্য গৌণত্বং দর্শিতম্। উভয়ত্রাপ্যপিশব্দসাহিত্যেনোত্তরত্র পাঠাদেকার্থতাপ্রাপ্তেঃ। অতঃ স্ত্রিয় ইতি নিত্যাশ্রীগোপিকা এব তা জ্ঞেয়াঃ। তথৈব শ্রুতিভিরপি শ্রীকৃষ্ণনিত্যধাম্নি তা দৃষ্টা ইতি বৃহদ্বামন এব প্রসিদ্ধম্। তদেবং সাধু ব্যাখ্যাতং, কামাদ্দ্বেষাদিত্যাদৌ তদঘং হিত্বেত্যত্র তেষু মধ্যে দ্বেষভয়য়োর্যদঘমিত্যাদি। অথ বহবস্তদগতিং গতা ইত্যত্র নিদর্শনমাহ গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসোদ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৩২১॥

যেহেতু যেমন শাস্ত্রবিধি প্রেরিত হইয়া অনুষ্ঠিত ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরে মনের আবেশ হইলে ভাবসমুচিত সিদ্ধিলাভ হয়, তেমনই শাস্ত্রবিধি অবোধিত কামাদি দ্বারাও বহুজন অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই কামাদির মধ্যে শ্রীভগবানের দ্বেষ এবং ভয়ে যে পাপ হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানকে দ্বেষ ও ভয় করিলে যে পাপ হয়, শ্রীভগবানে আবেশের ফলে সেই পাপশূন্য হইয়া শিশুপাল প্রভৃতি মুক্তি এবং পার্ষদদেহ লাভ করিয়াছিল। এ স্থানে একটি সন্দেহ আসিতে পারে যে, ভগবানকে দ্বেষ করিলে পাপ হয়—ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহাকে ভয় করিলে পাপ হইবে কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—এই ভয়ের ভিতরে নিগূঢ়ভাবে শ্রীভগবানকে দ্বেষ করা হয়। যেমন কংস শ্রীকৃষ্ণকে ভয় করিত বটে, কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবে, তাহার জন্য বহু প্রযত্ন লইয়াছে। এই জন্য ভয় হইতেও পাপ উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি এই ভয়ের ভিতরে দ্বেষের সত্ত্বা না থাকে, তাহা হইলে কোনও পাপ হইতে পারে না। কেহ কেহ শ্রীভগবানে কামভাবটিকেও পাপ বলিয়াই মনে করে। এই বিষয়ে বক্ষ্যমান প্রকার বিচার করা যাইতেছে। শ্রীভগবানে কেবল কামই পাপাবহ? কিংবা পতিভাবযুক্ত কাম পাপাবহ? অথবা উপপতিভাবযুক্ত কাম পাপাবহ? যদি বল যে—কেবল শ্রীভগবানে কামভাবই